আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় উপস্থিত ধানের শীষের বার্তা পৌঁছাতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব শামসুজ্জামান দুদু।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে বিএনপি’র বিজয় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন শামসুজ্জামান দুদু। শুধু নির্বাচনের ঘোষণা নয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বিএনপি। সেইসাথে নির্বাচনের জন্য সবধরণের প্রস্তুতি নিতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি’র এই কেন্দ্রীয় নেতা। গতকাল বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ মঞ্চে উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে সরকার তাদের কাজ করছে, এখন আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে। দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ছিল একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের একটি সুস্পষ্ট বার্তা। সেই ইতিহাস আজ আমাদের নতুন প্রেরণা জোগায়—গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান লড়াইয়ে।

তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিএনপি’র এই অবস্থান তৈরি হয়েছে। আমরা চাই একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সে লক্ষ্যে বিএনপি প্রস্তুত। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে এবং বিজয়ী হবে।

বিএনপি’র এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘দলের অসংখ্য নেতাকর্মী নির্ভীকভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি অবদানের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জননেতা শহিদুল কাওনাইন টিলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র নেতা অহিদুজ্জামান বুলা, এডভোকেট ডালিম, রতন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আশিরুল ইসলাম সেলিম। উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ

সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি নেতা বোরহান উদ্দিন, আনিসুর রহমান, নাসির উদ্দিন, মাগরিবুর রহমান, সকল ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মতবিনিময় সমাবেশে পৌর বিএনপিসহ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

“গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান” এ স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা সরকারি কলেজ ও দর্শনা পরানপুর সড়কে বৃক্ষরোপণ করলেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির প্রধান হাবিবুর রহমান বুলেট।

এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ভিতরে ছিল দর্শনের প্রাণকেন্দ্র চটকা গাছ সহ অন্যান্য গাছ সমুহ হতে ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রকার বনজ ও ফলজ গাছ রোপন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পুরাতন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহেল তরফদার, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও যুবদল নেতা বাবুল আক্তার, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের অন্যতম সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি শেখার শাওন, ছাত্রদলের সদস্য আলামিন, জুয়েল, উজ্জল, প্রান্ত, জিম, তৌফিক, তিতাস, আকাশ,সিয়াম, তৌহিদ, রিফাত প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র

সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (মজু) আর নেই

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মজিবুল হক মালিক মজু (৬৩) আর নেই। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না- লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মজিবুল হক মালিক (মজু) ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। তিনি মরহুম এহসানুল হক মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিন সক্রিয় থেকে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে তিনি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মজিবুল হক মালিক মজু নামের একজনকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আমরা তাকে মৃত্ অবস্থায় পেয়েছি।

তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গার রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানানো হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া

গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে মতবিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (০৭ আগস্ট) স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী সহ মোট ১৫ জন আহত হয়।

রক্তমাখা শরীর। তীব্র ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সবাই। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কারো মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। কেউ ব্যান্ডেজ নিয়ে বসে আছে। এমন সময় একদল মানুষ এসে আহত মানুষগুলোর উপর হামলা চালালো। শুরু হলো ধস্তাধ্বস্তি ও আহত রোগীদের মারধর।

জরুরী বিভাগের মধ্যে এমন দৃশ্য দেখে হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতা সবাই হতবাক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে। সেসময় হামলায় আহত রোগীরা আরো আহত হয়ে পড়েন।

পুলিশ ও এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে মতবিরোধ চলে আসছিলো।

বৃহস্পতিবার স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী আহত হন। বিএনপির আহতরা হলেন, কানুহরপুর গ্রামের ইমাদুর রহমান, একই গ্রামের মাসুম, গোলাম মোস্তফা, সুমন, রেহানা খাতুন ও মহারাজপুর গ্রামের রহমতুল্লাহ।

জামায়াতের আহতরা হলেন, জহুরুল ইসলাম, হুসাইন, মুজাব আলী, হাফিজুর রহমান, রুপচাঁদ আলী, ফয়জুল্লাহ, সলেমান মন্ডল, তোতা মিয়া ও সফর আলী। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত আহতরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে দুই দলের আহত নেতাকর্মীরা আরেকদফায় মারামারিতে লিপ্ত হয়। এ সময় হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হামলার বিষয়ে বিএনপি ও জামায়াত পরস্পরকে দোষারোপ করছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন সংঘর্ষের খবর নিশ্চিত করে জানান, চার মাস আগে স্কুলের কমিটি করা নিয়ে মারামারির সুত্রপাত হয়। একপক্ষ কমিটি মানতে নারাজ। তারাই বৃহস্পতিবার হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। ওসি আরো জানান, এখনও থানায় কোন পক্ষ মামলা করেনি। তবে দুই পক্ষ মামলা দিলে তা রেকর্ড করা হবে। এবং বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনআনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিজয় মিছিল

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে শহরের কলেজ মোড় থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর পাথর গেটে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় নেতাকর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার-ফেস্টুন, আর ঢাক-ঢোলের তালে

তালে এগিয়ে যায় বিজয়ের মিছিল।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাপি, ইলিয়াস হোসেন, আনছারুল হক, ওমর ফারুক লিটন, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, মীর ফারুক হোসেনসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীরার্ যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির গণমিছিল ও সমাবেশ

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া এবং জনতার বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার বিকালে মিছিলটি শহরের পন্ডেরঘাট থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে কাথুলী সড়কে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। মিছিলে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ^◌াস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি’র বিজয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

গণ-অভ্যুত্থান দিবসের বছরপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশাল বিজয় শোভাযাত্রা ও পথসভা করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড় বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নির্দেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে একত্রিত হয় মূল শোভাযাত্রায়।

শোভাযাত্রা শেষে বড়বাজার এলাকায় সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা

মোস্তাফিজুর রহমান, পৌর বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি সুজন মাহমুদ, আবুল কালাম আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, ইয়ামিন বাবলু প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এতে অংশ নেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির দুই পক্ষের বিজয় মিছিলে উত্তেজনা

মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জেলা বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৬ আগস্ট) বিকালে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের কলেজ মোড় থেকে বের হয়। অন্যদিকে, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও

মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে আরেকটি মিছিল পন্টের ঘাট থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে।

দুটি মিছিল একযোগে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে এক পর্যায়ে তারা মহিলা কলেজ রোড এলাকায় এসে পরস্পরের মুখোমুখি পড়ে যায়। এতে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড় কোনো সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।